যায়যায়দিন

তারিখ 04 MAR 2007
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ২

ও লেভেল পরীক্ষায় তিন বাংলাদেশির অনন্য কৃতিত্ব

বিশ্বব্যাপী অনুষ্ঠিত 'ও' লেভেল পরীক্ষায় তিন বাংলাদেশি শিক্ষার্থী অসামান্য কৃতিত্ব দেখিয়েছে। ২০০৫ সালের নভেম্বরে অনুষ্ঠিত পরীক্ষায় বাংলাদেশের তিন শিক্ষার্থী তিনটি বিষয়ে সমগ্র বিশ্বের সর্বোচ্চ নাম্বার পেয়েছে।

চিটাগং গ্রামার স্কুলের সারা সিং গণিতে, ঢাকার অক্সফোর্ড ইন্টারন্যাশনাল স্কুলের রাসেল মাহমুদ হিউম্যান অ্যান্ড সোশাল বায়োলজিতে এবং খুলনার সাউথ হেরাল্ড স্কুলের মৌমিতা সাহা নাতাশা বাংলায় বিশ্বে সর্বোচ্চ নাম্বার অর্জন করেছে। এ তিনজনসহ মোট ৭৩৩ জন বাংলাদেশি ছেলেমেয়ে 'ও' এবং 'এ' লেভেল পরীক্ষায় কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছে। এতে প্রমাণিত হয়, মেধার দিক দিয়ে আমাদের দেশের ছেলেমেয়েরা অন্য সব দেশকেও ছাড়িয়ে যেতে পারে। তাদের এ অর্জন বাংলাদেশের অর্জন।

গত শুক্রবার বাংলাদেশ-চায়না ফ্রেন্ডশিপ অডিটরিয়ামে ইংরেজি দৈনিক স্টারের দেয়া এক সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে কৃতী শিক্ষার্থীরা বাংলাদেশকে সমৃদ্ধ ও দারিদ্র্যমুক্ত দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার যে অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছে তাও দেশপ্রেমের এক অনন্য নিদর্শন। পেশাজীবনে সৎ, আন্তরিক ও ত্যাগ স্বীকার করার প্রত্যয় ব্যক্ত করে তারা দেশ গড়ার কাজে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখারও শপথ ঘোষণা করেছে। সন্ত্রাস ও দুর্নীতিমুক্ত দেশ গঠনে এসব মেধাবীকে বলিষ্ঠ ভূমিকা নেয়ার সুযোগ দিতে হবে। একটি জ্ঞানভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থা তৈরি করতে এসব মেধাবী ছাত্রছাত্রীকে কাজে লাগাতে হবে। তারাই তৈরি করতে পারে এমন একটি সমাজ ব্যবস্থা যেখানে পেশির চেয়ে মেধা প্রাধান্য পাবে।

উচ্চ শিক্ষার জন্য আমাদের ছেলেমেয়েরা বহুদিন ধরেই বেশি সংখ্যায় বিদেশে যাচ্ছে। ইংলিশ মিডিয়ামের ছাত্রছাত্রীদের ক্ষেত্রে এ কথা অনেক বেশি প্রযোজ্য। বিশ্বায়নের এ যুগে এটা স্বাভাবিক ঘটনা। কিন্তু বিদেশে পাড়ি দেয়া ছাত্রছাত্রীদের লক্ষ্য হওয়া উচিত প্রাপ্ত মেধাকে দেশে এসে কাজে লাগানো। তাহলে জ্ঞানভিত্তিক সমাজ গঠনে আমরা এগিয়ে যেতে পারবো।

আন্তর্জাতিক মানের শিক্ষা দেশেই সরবরাহ করা যেতে পারলে মেধা পাচার ও অর্থের অপচয় দুটিই বন্ধ করা সম্ভব হবে। বিশ্বমানের হসপিটাল তৈরি করে যেভাবে বৈদেশিক মুদ্রা রক্ষা করা সম্ভব হচ্ছে, বিশ্বমানের ইউনিভার্সিটি গড়ে তুললে তা দেশের অর্থ ও মেধা দুটোকেই রক্ষা করবে।

বিদেশে পাড়ি জমানোর আরেকটি বড় কারণ হচ্ছে চাকরি ও উন্নত জীবনযাত্রার গ্যারান্টি। দেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠিত ও নিশ্চিত করতে পারলে চাকরি ও জীবনযাত্রার মান দুটিই বৃদ্ধি পাবে। মেধাবীরা যদি সমাজের নেতৃত্বে এগিয়ে আসতে শুরু করে তাহলে একটি সুশাসনভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে বেশি সময় লাগবে না। মেধাকে কাজে লাগিয়ে আমাদের ছেলেরা শুধু দেশে নয়, সারা পৃথিবীতেও অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করবে।

ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল ও কলেজের ৭৩৩ জন ছাত্রছাত্রীকে সম্মাননা দেয়ার জন্য ডেইলি স্টারকে ধন্যবাদ। মেধার স্বীকৃতি দেয়ার মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীদের উৎসাহ ও উদ্দীপনা যোগানো একটি মহৎ কাজ। এ ধরনের সম্মাননা ও স্বীকৃতি ভবিষ্যতে ছাত্রছাত্রীদের আরো ভালো রেজাল্ট করতে উৎসাহিত করবে।